দর্শনায় ছাত্র নির্যাতনের ঘটনায় মাদ্রাসা শিক্ষক বরখাস্ত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা নূরানী কিন্ডারগার্টেন একটি মাদ্রাসায় কোরআন শরীফ নির্ভুলভাবে মুখস্থ বলতে না পারায় শিশু শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মারধরের ঘটনা প্রকাশ্যে উঠে এসেছে।

এছাড়াও তাদেরকে চড়-ঘুষি দিয়ে নির্মম নির্যাতন করা হতো। নির্যাতনের ঘটনা কাউকে না জানাতে তাদেরকে পবিত্র কোরআন শরীফ মাথায় রেখে করানো হতো ওয়াদা। কোমলমতি ছাত্ররাও কুরআন শপথের কারণে কাউকে বলতোনা।

ঘটনাটি ঘটেছে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার মোহাম্মদপুর গ্রামে অবস্থিত নূরানী কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসায়।

সম্প্রতি শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে পরিবারের চাপের মুখে পড়ে খালিদ হাসান (১০) নামে এক হেফজ বিভাগের ছাত্র নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। এরপর আস্তে আস্তে অন্য শিক্ষার্থীরাও নির্যাতনের বিষয়ে মুখ খুলতে শুরু করে।

এছাড়াও অত্র মাদ্রাসার পরিচালকের ছেলেকে নির্যাতনের পর পবিত্র কোরআন শরীফ মাথায় রেখে ওয়াদার বিষয়টি উঠে আসে। এরপরই অভিভাবকদের চাপের মুখে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক হুসাইনকে বরখাস্ত করে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আব্দুল মালেকের ছেলে মাহমুদুল হাসান (৮) বলেন, ছয় পারা মুখস্থ হয়েছে আমার।

গত তিনদিন আগে সকালে সাতসবক শুনানোর সময় একটি লোকমা (ভুল) যায়। এতে আমাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে শিক্ষক হুসাইন। মারধরের পর আমার মাথায় কোরআন শরীফ রেখে ওয়াদা করায় আমি যেন কাউকে না বলি।

শিক্ষার্থী খালিদ হাসান বলেন, গত রোববার ভোরে সবক (নতুন মুখস্থ পড়া) না হওয়ায় আমাকে বেধড়ক মারধর করে চড়-ঘুষি মারে হুজুর। এরপর আমাকে মারধরের কথা কাউকে না বলতে মাথায় কোরআন শরীফ রেখে ওয়াদা করা হয়।

পরের দিন আমি বাড়িতে যায়। আমার মা শরীরে আঘাতের চিহ্নের কারণ জানতে চাপাচাপি করলে আমি ঘটনাটি জানায়।

মাদ্রাসার পরিচালক মাওলানা আব্দুল মালেক বলেন, আমিও ঘটনাটি জানতাম না। বিষয়টি অন্য এক ছাত্রের অবিভাবকের মাধ্যমে জানতে পেরে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করি। তখন অধিকাংশ ছাত্রই তাদের নির্যাতনের বিষয়ে মুখ খোলে এবং কোরআন শরীফ মাথায় রেখে ওয়াদার কথা বলে। এর মধ্যে আমার ছেলেও আছে।

তবে আমার ছেলে আমাকে কিছুই জানাইনি। সকল শিক্ষার্থীদের মনে ভয়ভীতি ঢুকে যাওয়ায় মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির বৈঠক শেষে অভিযুক্ত শিক্ষক হুসাইনকে বরখাস্ত করে বিদায় দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাতসবক হলো: পবিত্র কোরআন শরীফের যে পারা থেকে সাত দিনে যত পৃষ্টা মুখস্ত করা হয় সবটাই সাতসবক হিসেবে গণ্য হয় অর্থাৎ নতুন পৃষ্টার আগ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকালে প্রত্যেক ছাত্রকে সাতসবক মুখস্থ শোনাতে হয় হুজুরকে।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ঝিনাইদহে শিক্ষক দম্পত্তির জমি দখলের চেষ্টা ব্যর্থ

কয়েকদিন আগে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও পত্র পত্রিকায় নিজ জমিতে কাজ করার সময় (শফিকুজ্জামান টুল-নাসিমা খাতুন) শিক্ষক দম্পত্তির উপর হামলা ও শ্লীলতাহানীর চেষ্ঠা শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ পায় যাতে অনেকেই বিষয়টি সহানুভুতিশীল দৃষ্টিতে দেখে।

কিন্তু জমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে রয়েছে এক জটিল কাহিনী। এই জমির প্রকৃত মালিকরা শিক্ষক দম্পত্তির অবৈধ দখলদারিত্ব ঠেকাতে অদালতের শরণাপন্ন হলে গতকাল মঙ্গলবার ঝিনাইদহ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, বিরোধপূর্ণ জমির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

জানা যায়, ২০০৮সালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৩১নং সাধুহাটী মৌজার

এসএ খতিয়ান ৮৫৬ ও বর্তমান আর এস খতিয়ান ৯০৫ এবং এসএ দাগ নং২২৭২/২২৭৩ এর ৮৮শতক জমির মধ্যে অন্য ভাই বোনদের অংশ বাদ দিয়ে পোতাহাটী গ্রামের মৃত খোরশেদ আলী খা এর পূত্র বিল্লাল হোসেন খাঁ এর নিকট থেকে ৯শতক জমি হরিণাকুন্ডু উপজেলার বরিশখালী গ্রামের এটিএম শফিকুজ্জামান টুলুর স্ত্রী সাধুহাটী মাধ্যমিক বলিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাসিমা খাতুনের নামে ক্রয় করে।

যার বর্তমান দাগ নং ৬৩২৪ জমির চৌহদ্দি নকশা উত্তর- দক্ষিন এবং সে অনুযায়ী ওই শিক্ষক দম্পত্তি সেখানে সীমানা পিলার পুতে গাছপালা লাগিয়ে বেড়াদিয়ে ভোগ দখল করে আসছিল। তার নমুনাও এখনো সেখানে রয়েছে।

এঅবস্থায় নতুন রেকর্ড ম্যাপ ভুল হওয়ার কারণে জমির অবস্থান এখন পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশদিয়ে হয়েছে যে কারণে ওই জমির মূল্য অনেক বেশী হওয়ায় শিক্ষক দম্পত্তির জমির প্রতি নজর লেগেছে এবং তা দ্রুত দখলের চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে জমির পুর্ব পার্শ্ববর্তী অপর মালিকগণ মৃত খোরশেদ আলীর অন্য দুই ছেলে জয়নাল আবেদিন খাঁ ৬৩২৩ ও বদর উদ্দীন খাঁ’র ৬৩২২ দাগ নং রেকর্ড সংশোধেনের জন্য ল্যান্ড সার্ভে আদালতে মামলা করেছে যা চলমান রয়েছে।

এই মামলা থাকাকালীন কোন পক্ষই জমি ভোগ করতে পারেন না কিন্তু ওই শিক্ষক দম্পত্তি গত ৪মার্চ শুক্রবার সকাল উত্তর- দক্ষিন বাদ দিয়ে বিরোধপূর্ণ পূর্ব-পশ্চিম অংশে (৬৩২৪,৬৩২৩ এবং ৬৩২২) দাগ নং এর উত্তর অংশের ৯শতক জমির উপরে শ্রমিক কর্মচারী নিয়ে প্রাচীর ও ঘরবাড়ি নির্মাণ করে দখল করার চেষ্টাকালে জমির মালিকগণ বাধা দেয় ।

এসময় নির্মান কাজ বন্ধ করে এটিএম শফিকুজ্জামান ও নাসিমা পুলিশের কাছে অভিযোগ দিলে মোহন খাঁ ও আপন খাঁ এই দুইজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে যা পরবতির্তে জামিনে মুক্ত হয়। এঅবস্থায় ভুক্তভোগি বদরউদ্দীন খা এবং জয়নাল আবেদিন খাঁ গত ৫মার্চ ঝিনাইদহের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পুনরায় বিরোধপূর্ণ ৬৩২২ ও ৬৩২৩ দাগ নং জমিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার আবেদন করলে আদালত তা মুঞ্জুর করে।

এবিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ওয়ার্ড মেম্বর আনারুল ইসলাম বলেন অবৈধ ভাবে ভূমিদস্যুদেরমত এটিএম শফিকুজ্জামান টুলু ও নাসিমা খাতুন তাদের উত্তর-দক্ষিণ দখলকৃত জমি বাদ দিয়ে পূর্ব -পশ্চিম

অংশের জমি দখল করতে এলে জমির মালিকরা তাতে বাধা দেয় এখানে কোন সংঘাত সহিংসতা হয়নি এমনকি কোন শ্লীলতাহানীরমত ঘটনাও ঘটেনি।

নাসিমা খাতুন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে। জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা চলছে, মামলার রায়ে জমি যার হয় সেই ভোগ দখল করতে পারবে। এখন উভয় পক্ষকে ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

ঝিনাইদহে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশ

আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে বিশ্বব্যাপি যুদ্ধের উন্মাদনা, ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন, ন্যাটো জোটের সম্প্রসারণ এবং তেল, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সীমাহীন মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টায় শহরের পায়রা চত্বরে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এ কর্মসূচী পালন করে।

সংগঠনটির জেলা শাখার সহ সভাপতি আব্দুস সালাম এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক কামরুল হক নিলু, জেলা শাখার সহ সভাপতি ওলিয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান হোসেন ফারুক। এছাড়াও সমাবেশে সংগঠনটির বিভিন্ন শাখার নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, অবিলম্বে ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে ন্যাটো জোট সম্প্রসারণ থেকে সরে আসতে হবে। এছাড়া প্রতিদিন যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়েছে, এতে মানুষের না খেয়ে থাকতে হবে। এজন্য বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে দ্রব্য সামগ্রীর দাম কমানোর জোর দাবি জানানো হয়।

মেহেরপুরে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের দারুণ উদ্ভাবনের প্রদর্শণ

মেহেরপুরে দুই দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। দুই দিন ব্যাপী এ মেলায় ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা তারহীন নগর, পরিবেশ সংরক্ষণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সিকিউরিটি অন-অফ সিস্টেমসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রদর্শণ করে।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তথ্য ও প্রযুক্তি যাদুঘরের তত্ত্বাবধানে অনষ্ঠিত মেলার উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় তিনি বলেন, বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা সবসময় অনুসন্ধিৎসু চিন্তার অধিকারী হয়। কারণ চিন্তাশীল মানুষই প্রকৃত মানুষ। যে কারণে চিন্তাশীলতা বাড়াতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরুণ শিক্ষার্থী লেখাপড়ার মাঝেই আয় করা শুরু করেছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন উজ্জল, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক প্রমুখ।

পরে অতিথিরা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনের ভূয়সী প্রশসংসা করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দর্শনা কেরুজ খামারের গাছকাটার কারণ দর্শনোর প্রতিবেদন দফায় দফায় কাটছাট

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের চিনি উৎপাদন মৌসুম চালু অবস্থায় বিভিন্ন কৃষি কামারের মূল্যবান গাছ কর্তন করার অভিযোগ ওঠে বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

এনিয়ে পত্রিকায় একাধিক সংবাদ প্রকাশ পেলে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গাছ কাটার কৈফিয়াত তলব করে নোটিশ প্রদান করেন। তিন দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দেবার নির্দেশ দেয়া হলেও তিন দফা কাটছাট করে ১৪ দিন পর ছায় দিয়ে মাছ ঢেকে প্রতিবেদন জমাদেন অভিযুক্ত কর্মকর্তা।

আর নির্দেশ মোতাবেক নিজের মতকরে প্রতিবেদন পেয়ে অনেকটায় খুশি এমডি মোশারফ হোসেন। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, রসুনের নিচ একজায়গায়। বিষয়টি প্রধান কার্যালয়কে তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল।

জেলার একমাত্র সরকারি ভারিশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি দর্শনা কেরুজ চিনিকলটি। যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত মানুষের রুটি রুজি। জনশ্রুতি রয়েছে এই প্রতিষ্ঠান রক্ষা করতে কারো প্রাণ কাঁদে।

আবার কেউ সুযোগবুঝে আখের গোছানোর কাজে ব্যবস্থ থাকেন। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে এ প্রক্রিয়া। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাবাবুরা কে কি ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তা অনেকেরই জানা। চিনিকলসূত্রে জানাগেছে, মাড়াই মোরসুম শুরু হওয়ার আগে থেকেই বয়লারের জ্বালানির জন্য খড়ি ক্রয় করে থাকে প্রতিষ্ঠান।

তারি ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ মাড়াই মোরসুমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠনের নিকট থেকে ১১শ মেট্রিকটন খড়ি ক্রয় করে। মাড়াই কার্যদিবস শেষ হবার ১৮ দিন আগেই ক্রয়কৃত খড়ি শেষ হয়ে যায়। মাড়াই কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে নিজেস্ব বিভিন্ন কৃষি খামার থেকে শুকনা গাছ ও গছের ডাল কাটার নির্দেশ দেয় ।

এলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনকে প্রধান করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট গাছকাটা কমিটি গঠণ করে দেন। অভিযোগ উঠেছে কমিটির প্রধান দেলোয়ার হোসেন ও আকন্দবাড়িয়া বীজ উৎপাদন খামার ইনচার্জ জাহিদুল ইসলাম টুটুল মরাগাছ এবং গাছের ডালকাটার অযুহাতে বিভিন্ন কৃষি খামারের মূল্যবান গাছ কেটে ফেলেন।

কর্তনকৃত গাছের কিছু অংশ বয়লারের জ্বালানি হিসাবে চিনিকলে সরবরাহ করলেও মূল্যবান অংশ আত্নসাৎত করেছেন বলে গুঞ্জণ ওঠে। শুধু তাই নয় গাছ কাটার জন্য অর্থ বিভাগ থেকে ২ লাখ টাকা অগ্রীম উত্তলনও করেন দেলোয়ার হোসেন। এ নিয়ে পত্রিকায় ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশিত হলে কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কৈফিয়াত তলব করে নোটিশ প্রদান করা হয় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে।

সূত্র জানিয়েছে, তিন দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হলেও কর্তৃপক্ষের নিজের মত প্রতিবেদন না হওয়ায় দফায় দফায় তা কাটছাট করে ১৪ দিন পর প্রতিবেদন দাখিল করেন অভিযুক্তরা। আর শাখ দিয়ে মাছঢাকা নিজের পছন্দ মত প্রতিবেদন হাতে পেয়ে খুশিই হয়েছেন চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন।

প্রতিবেদনের ব্যাপারে অনেকেই মন্তব্য করে বলেন, রসুনের নিচ সব একজায়গায়। প্রতিষ্ঠানের অনেক ঘটনায় ঘটে। ঘটনা ধামাচাপা দিতে লোক দেখানো কমিটি গঠণ এবং অভিযুক্তদের কি ভাবে নিরাপদ করা যায় এমন নির্দেশনাই দেয়া হয় উপর থেকে। গাছ কাটার ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছে।

বিষয়টি সদর দপ্তরকে তদন্তের দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল। এব্যাপারে চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনকে মুঠোফোনে ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে নারী দিবস পালিত।

বিশেষ অবদান রাখায় তিন নারী পেলো সম্মাণনা

টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতায় আজ অগ্রগন্য প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ৩ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংষদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ও জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা কিৃষি অফিসার লাভলী খাতুন, গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাষ্টার, আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, জেলা জাতীয় পার্টি (জেপি) সভাপতি আব্দুল হালিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নীল হাফিয়া। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন মহিলা বিষয়ক অফিসারের কার্যালয়ের বিউটিফিকেশন ট্রেডের ইন্সট্রেক্টর নিরজনা খাতুন।

এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় গাংনীর তিন নারী উদ্দ্যেক্তাকে সম্মাণনা ক্রেষ্ট প্রদান করেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখায় বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিলারা আফরোজ, রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রাখায় জেলা

পরিষদের সংরক্ষিত নারী সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা ও আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে নিজের পায়ে দাড়ানোতে রেহানা খাতুন নামের তিন নারীকে সম্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, জাতীয় কন্যা শিশু এ্যাডভোকেসি ফোরামের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও কৃষি অফিসার লাভলী খাতুন ক্রেষ্ট তুলে দেন।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজারে জিয়া ফাস্টফুডে চুরি

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজারের বেবী কেয়ার স্কুল সংলগ্ন জিয়া ফাস্ট ফুডের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার দিনগত রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

এঘটনায় দোকান মালিক বাদি হয়ে অজ্ঞাত চরেদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। লিখিত অভিযোগে জানা যায়, প্রতিদিনের ন্যায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজারের বেবী কেয়ার স্কুল সংলগ্ন টিনের সেডের জিয়া ফাস্ট ফুডের মালিক জিয়া হোসেন রাত আনুমানিক ১২টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

পরদিন সকালে দোকানে খুলে দেখতে পাই তার দোকানের টিন কেটে চুরি হয়েছে। এতে করে তার দোকানের সিগারেট ও সোয়াবিন তেল ও নগদ ক্যাশ বাক্সে থাকা ৫হাজার টাকা সহ সর্বমোট ৪৫হাজার টাকার মালামাল চুরি হয়েছে।

দোকানের টিন কেটে চুরির ঘটনায় দোকান মালিক জিয়া হোসেন বাদি হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে।

সভাপতি-কাজী আলম, সম্পাদক-রিপন

প্রায় দেড় যুগ পর ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামীলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে কৃষকলীগ নেতা কাজী আলমগীর হোসেন সভাপতি, এবং সাবেক ছাত্র নেতা রিপন মন্ডল সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন।

মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সম্মেলনের প্রধান অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধক ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিেফেুন্নছা মিকি।

পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা আ.লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল হাই এমপি।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পদক সাইদুল করিম মিন্টু। উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলীর পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাড.শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল, সাবেক সাংসদ ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক নবী নেওয়াজ, জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি তৈয়ব আলী জর্দার, ঝিনাইদহ পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম প্রমূখ।

সম্মেলনে মহিলা প্রার্থীসহ সভাপতি সম্পাদক পদে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সন্ধ্যার পর সম্মেলনের দ্বিতীয অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এতে জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের নীতি নির্ধারক কমিটির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজী আলমগীর হোসেন সভাপতি ও রিপন মন্ডলকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করা হয়। এসময় জেলা ও উপজেলা আ.লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের ভিত ও শক্তি হল তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ

শেখ হাসিনা সরকার কৃষকের সরকার, শেখ হাসিনা সরকার কৃষিবান্ধব সরকার, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরকার, উন্নয়নের সরকার।

মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, এই মুজিবনগরে মুজিবের নাম আছে তাই এখানে মুজিব আদর্শের মানুষ তৈরি করতে হবে। আপনারা যারা নতুন নেতৃত্বে এসেছেন তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে দলের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আপনারা তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের ভিত ও শক্তি। তৃণমূল পর্যায়ে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী ও গতিশীল করে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করার মধ্যে দিয়ে পুনরায় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাতে হবে।

মঙ্গলবার বিকেলে দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়াজনে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটরিয়াম হল রুমে অনুষ্ঠিত ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে, ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের কমিটি ঘোষনা দেয়া হয়।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন কমান্ডারের সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক,যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম

তোতা, জেলা পরিষদ সদস্য ও বারাদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মঈনুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম অপা, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু,জেলা ছাত্রলীগের সহ- সভাপতি শাহওয়ালীউল্লাহ সোহাগ, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মতিন প্রমুখ। আলোচনাসভা শেষে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে দারিয়াপুর ইউনিয়নের পুরোনো ওয়ার্ড কমিটিকে বিলুপ্ত ঘোষনা করে নতুন ওয়ার্ড কমিটি ঘোষণা করেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন ও সাধারন সম্পাদক মঈনুল ইসলাম।

নতুন ঘোষিত ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা হলো, দারিয়াপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে আনসার আলীকে সভাপতি ও হাবিবুর রহমান হাবিবকে সাধারন সম্পাদক, ২নং ওয়ার্ডে গোলাম নবীকে সভাপতি ও মজনুর রশিদকে সাধারন সম্পাদক, ৩নং ওয়ার্ডে আক্কাচ আলীকে সভাপতি ও কাওসার আলীকে সাধারন সম্পাদক, ৪নং ওয়ার্ডে হেদায়েত উল্লাহকে সভাপতি ও আমিনুল ইসলামকে সাধারন সম্পাদক, ৫নং ওয়ার্ডে আওলাদ হোসেনকে সভাপতি ও এনামুল হককে সাধারন সম্পাদক, ৬নং ওয়ার্ডে মোখলেছুর রহমানকে সভাপতি ও সলিম মিয়াকে সাধারন সম্পাদক, ৭নং ওয়ার্ডে ইনছান আলীকে সভাপতি ও ইদ্রীস আলীকে সাধারন সম্পাদক, ৮নং ওয়ার্ডে তাঁরা মিয়াকে সভাপতি ও মিন্টু মিয়াকে সাধারন সম্পাদক, ৯নং ওয়ার্ডে আনারুল ইসলামকে সভাপতি ও সরফরাজ মন্ডলকে সাধারণ সম্পাদক করে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষনা করা হয়।